

কাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Published by

porua.org

সূচী

<u>গান্ধারীর আবেদন</u>	<u>১</u>
<u>পতিতা</u>	<u>৩০</u>
<u>ভাষা ও ছন্দ</u>	<u>৪২</u>
<u>সতী</u>	<u>৪৭</u>
<u>নরক বাস</u>	<u>৬২</u>
<u>লক্ষ্মীর পরীক্ষা</u>	<u>৭৫</u>
<u>কর্ণ-কুন্তী সংবাদ</u>	<u>১৪৬</u>

কাহিনী

গান্ধারীর আবেদন

দুর্যোধান

প্রণমি চরণে তাত!

ধৃতরাষ্ট্র

ওরে দুরাশয়

অভীষ্ট হয়েছে সিদ্ধ?

দুর্যোধান

লভিয়াছি জয়।

ধৃতরাষ্ট্র

এখন হয়েছে সুখী?

দুর্যোধান

হয়েছি বিজয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র

অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই
বে দুঃস্বপ্ন?

দুর্যোধান

সুখ চাহি নাই মহারাজ!
জয়। জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভবেনাক ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি,—দীপ্তজালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস—ঈর্ষাসিদ্ধি মন্থন সঞ্জাত

সদ্য করিয়াছি পান,—সুখী নহি, তাত,
অদ্য আমি জয়ী। পিতঃ, সুখে ছিনু, যবে
একত্রে আছিনু বন্ধ পাণ্ডবে কৌরবে,
কলঙ্ক যেমন থাকে শশাঙ্কের বুকে
কমহীন গবহীন দীপ্তিহীন সুখে।
সুখে ছিনু, পাণ্ডবের গাণ্ডীব টঙ্কারে
শঙ্কাকুল শত্রুদল আসিত না দ্বারে,
সুখে ছিনু, পাণ্ডবেরা জয়দৃশ্ত করে
ধরিত্রী দোহন করি, ভ্রাতৃপ্রতিভরে
দিত অংশ তার—নিত্য নব ভোগসুখে
আছি নিশ্চিন্ত চিতে অনন্ত কৌতুকে।

সুখে ছিনু, পাণ্ডবের জয়ধ্বনি যবে
হানিত কৌরব-কর্ণ প্রতিধ্বনিরবে;
পাণ্ডবের যশোবিশ্ব-প্রতিবিশ্ব আসি
উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি
মলিন-কৌরবকক্ষ। সুখে ছিনু পিতঃ
আপনার সর্বভেজ করি নিৰ্বাপিত
পাণ্ডব-গৌরবতলে স্নিগ্ধশান্তরূপে
হেমন্তের ভেক যথা জড়স্বের কুপে।
আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি
বনে যায় চলি,—আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র

ধিক্ তোরে ভ্রাতৃদ্রোহ!
পাণ্ডবের কৌরবের এক পিতামহ
সে কি ভুলে গেলি?

দুর্যোধান

ভুলিতে পারিনে সে যে,—
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি।—যদি হ'ত দূরবত্তী পর
নাহি ছিল ক্ষোভ; শব্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে ঘেষ নাহি করে,—
কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব-উদয়-শিখরে
দুই ভ্রাতৃ সূর্যলোক কিছুতে না ধরে।

আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে, আজি আমি জয়ী,
আজি আমি একা।

ধৃতরাষ্ট্র

ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা! বিষময়ী
ভুজঙ্গিনী।

দুর্য্যোধন

ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষ্যা সুমহতী।
ঈর্ষ্যা বৃহতের ধর্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান,—লক্ষ লক্ষ তুণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন;
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভাত্র-বন্ধনে,—
এক সূর্য্য এক শশী। মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডু চন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল,—আজি কুরুসূর্য্য একা,
আজি আমি জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র

আজি ধর্ম পরাজিত।

দুর্য্যোধন

লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ!
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষ জন
সহায় সুহদ্ররূপে নির্ভর বন্ধন,—
কিন্তু রাজা একেশ্বর, সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,
সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহনিশি যশঃশক্তিগৌরবের ক্ষয়,
ঐশ্বর্য্যের অংশ-অপহারী। ক্ষুদ্রজনে
বলভাগ করে লয়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী; রাজদণ্ডে যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়।
একা সকলের উর্দ্ধে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুদ্রত শির

নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন পরে বহুদূরে তাঁর
কেমনে শাসন দৃষ্টি রহিবে প্রচার?
রাজধর্মের ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই,
শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ, তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি,—
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি’
পাণ্ডব গৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময়।

ধৃতরাষ্ট্র

জিনিয়া কপটদ্যুতে তারে কোন্ জয়?
লজ্জাহীন অহঙ্কারী!

দুর্যোধান

যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যায়সনে নখেদন্তে নহিক সমান
তাই বলে’ ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়? মূঢ়ের মতন
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুমাঝে আত্মসমর্পণ
যুদ্ধ নহে,—জয়লাভ এক লক্ষ্য তার,—
আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহঙ্কার।

ধৃতরাষ্ট্র

আজি তুমি জয়ী তাই তব নিন্দাধরনি
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী
সমুচ্চ ধিক্কারে।

দুর্যোধান

নিন্দা! আর নাহি ডরি,
নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্দিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি
মোর পাদপীঠতলে। “দুর্যোধান পাপী”
“দুর্যোধান ক্রুরমনা” “দুর্যোধান হীন”

নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন,
রাজদণ্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ
আপামর জনে আমি কহাইব আজ
“দুর্যোধন রাজা!—দুর্যোধন নাহি সহে
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্যোধন বহে
নিজহস্তে নিজনাম।”

ধৃতরাষ্ট্র

ওরে বৎস, শোন!
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নিরর্ধাসন
নিম্নমুখে অস্ত্রের গূঢ় অঙ্ককারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ষু করি রাখে চিত্ততল।
রসনায় নৃত্য করি' চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে,—দিয়ে না তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয়দুর্গে। প্রীতিমত্তবলে
শান্ত কর বন্দী কর নিন্দা সপর্দলে
বংশীরবে হাস্য মুখে।—

দুর্যোধন

অব্যক্ত নিন্দায়
কোন ক্ষতি নাহি করে রাজ মর্যাদায়,
ক্রোধেপ না করি তাহে। প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি—কিন্তু স্পর্ধা নাহি চাই
মহারাজ!—প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,—
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন,—
সে প্রীতি বিলাক্ তারা পালিত মার্জ্জারে,
দ্বারের কুকুরে, আর পাণ্ডবভ্রাতারে,
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়
সেই মোর রাজপ্রাপ্য,—আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি। শুন নিবেদন
পিতৃদেব,—এতকাল তব সিংহাসন
আমার নিম্নকদল নিত্য ছিল ঘিরে,
কণ্টক তরুর মত নিষ্ঠুর প্রাচীরে
তোমার আমার মধ্যে রচি ব্যবধান;

শুনায়েছে পাণ্ডবের নিত্য গুণগান
আমাদের নিত্য নিন্দা,—এই মতে পিতঃ
পিতৃস্নেহ হতে মোরা চির নির্বাসিত।
এই মতে পিতঃ মোরা শিশুকাল হতে
হীনবল,—উৎসমুখে পিতৃস্নেহস্রোতে
পাষাণের বাধা পড়ি মোরা পরিষ্কীর্ণ
শীর্ণ নদ, নষ্টপ্রাণ, গতিশক্তিহীন,
পদে পদে প্রতিহত; পাণ্ডবেরা স্ফীত
অখণ্ড অবাধগতি;—অদ্য হতে পিতঃ
যদি সে নিলুপদলে নাহি কর দূর
সিংহাসনপার্শ্ব হতে, সঞ্জয় বিদুর
ভীষ্ম পিতামহে,—যদি তারা বিজ্ঞবশে
হিতকথা ধর্মকথা সাধু উপদেশে
নিন্দায় ধিক্কারে তর্কে নিমেষে নিমেষে
ছিন্ন ছিন্ন করি দেয় রাজকর্ষভোর,
ভারাক্রান্ত করি রাখে রাজদণ্ড মোর,
পদে পদে দ্বিধা আনে রাজশক্তিমাঝে,
মুকুট মলিন করে অপমানে লাজে,
তবে ক্ষমা দাও পিতৃদেব,—নাহি কাজ
সিংহাসন কণ্টক শয়নে,—মহারাজ
বিনিময় করে লই পাণ্ডবের সনে
রাজ্য দিয়ে বনবাস, যাই নির্বাসনে!

ধৃতরাষ্ট্র

হায় বৎস অভিমানী! পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হাস হত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য,—হইত কল্যাণ।
অধর্ম দিযেছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ! করিতেছি সর্বনাশ তোর,
এত স্নেহ! জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ-মহারণ্যতলে,—
তবু পুত্র দোষ দিস্ স্নেহ নাই বলে!
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজহস্তে ধরি তার ফণা
অন্ধ আমি!—অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন,—তোরে লয়ে প্রলয় তিমিরে

চলিয়াছি,—বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ,—নিশাচর গৃধ্রসবে
করিতেছে অশুভ চিৎকার,—পদে পদে
সঙ্কীর্ণ হতেছে পথ,—আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর,—তবু দৃঢ় করে
ভয়ঙ্কর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবেলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অউহাসে
উন্মার আলোকে,—শুধু তুমি আর আমি,—
আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী,—
নাই সন্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের।—সহসা একদা
চকিতে চেতনা হবে, বিধাতার গদা
মুহূর্তে পড়িবে শিরে,—আসিবে সময়,
ততক্ষণ পিতৃস্নেহে কোরোনা সংশয়,
আলিঙ্গন কোরোনা শিথিল,—ততক্ষণ
দ্রুত হস্তে লুটি লও সর্ব স্বার্থধন,
হও জয়ী, হও সুখী, হও তুমি রাজা
একেশ্বর।—ওরে তোরা জয়বাদ্য বাজা।
জয়ধ্বজা তোল শূন্যে। আজি জয়োৎসবে
ন্যায় ধর্ম বন্ধু ভ্রাতা কেহ নাহি র'বে,—
না র'বে বিদুর ভীষ্ম, না র'বে সঞ্জয়,
নাহি র'বে লোকনিন্দা লোকলজ্জা ভয়,
কুরুবংশ-রাজলক্ষ্মী নাহি র'বে আর,
শুধু র'বে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালাত্তক যম,—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ—আর নহে কেহ।

(চরের প্রবেশ)

চর

মহারাজ, অগ্নিহোত্র, দেব উপাসনা,
ত্যাগ করি বিপ্রগণ, ছাড়ি সন্ধ্যার্চনা,
দাঁড়ায়েছে চতুষ্পথে, পাণ্ডবের তরে
প্রতীক্ষিয়া;—পৌরগণ কেহ নাহি ঘরে,
পণ্যাশালা রুদ্ধ সব; সন্ধ্যা হল তবু

ভৈরব মন্দির মাঝে নাহি বাজে প্রভু
শঙ্খঘণ্টা সন্ধ্যাভেরী, দীপ নাহি জ্বলে;—
শোকাতুর নরনারী সবে দলে দলে
চলিয়াছে নগরের সিংহদ্বার পানে
দীন বেশে সজল নয়নে।

দুর্য্যোধন

নাহি জানে,
জাগিয়াছে দুর্য্যোধন। মূঢ় ভাগ্যহীন!
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।
রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয়
ঘনিষ্ঠ কঠিন। দেখি কতদিন রয়
প্রজার পরম স্পর্ধা,—নির্বিষ সপের
ব্যর্থ ফণা-আশ্ফালন,— নিরস্ত্র দপের
হৃৎস্কার।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী

মহারাজ, মহিষী গান্ধারী
দর্শন প্রার্থিনী পদে।

ধৃতরাষ্ট্র

রহিনু তাঁহারি
প্রতীক্ষায়।

দুর্য্যোধন

পিতঃ আমি চলিলাম তবে।

(প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র

কর পলায়ন। হয় কেমনে বা সবে
সাধবী জননীৰ দৃষ্টি সমুদ্যত বাজ
ওরে পুণ্যভীত! মোরে তোর নাহি লাজ!

(গান্ধারীর প্রবেশ)

গান্ধারী

নিবেদন আছে শ্রীচরণে। অনুনয়
রক্ষা কর নাথ।

ধৃতরাষ্ট্র

কড়ু কি অপূর্ণ রয়
প্রিয়ার প্রার্থনা!

গান্ধারী

ত্যাগ কর এইবার—

ধৃতরাষ্ট্র

কারে হে মহিষী!

গান্ধারী

পাপের সংঘর্ষে যার

পড়িছে ভীষণ শানধর্মের কৃপাণে

সেই মুঢ়ে।

ধৃতরাষ্ট্র

কে সে জন? আছে কোন্ খানে?

শুধু কহ নাম তার।

গান্ধারী

পুত্র দুর্য্যোধন।

ধৃতরাষ্ট্র

তাহারে করিব ত্যাগ?

গান্ধারী

এই নিবেদন

তব পদে।

ধৃতরাষ্ট্র

দারুণ প্রার্থনা হে গান্ধারী

রাজমাতা!

গান্ধারী

এ প্রার্থনা শুধু কি আমারি
হে কৌরব? কুরুকুল-পিতৃ-পিতামহ
স্বর্গ হতে এ প্রার্থনা করে অহরহ
নরনাথ! ত্যাগ কর ত্যাগ কর তারে—
কৌরব-কল্যাণলক্ষ্মী যার অত্যাচারে
অশ্রুস্রবী প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ
রাত্রি দিন।

ধৃতরাষ্ট্র

ধর্ম্ম তারে করিবে শাসন
ধর্ম্মেরে যে লঙ্ঘন করেছে,—আমি পিতা—

গান্ধারী

মাতা আমি নহি? গর্ভভার-জর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?
স্নেহ-বিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি'
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
শাখাবন্ধে ফল যথা, সেই মত করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃত্ত দিয়ে,—লয়ে টানি

মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী
প্রাণ হতে প্রাণ?—তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ কর আজ।

ধৃতরাষ্ট্র

কি রাখিব তারে ত্যাগ করি?

গান্ধারী

ধর্ম তব।

ধৃতরাষ্ট্র

কি দিবে তোমারে ধর্ম?

গান্ধারী

দুঃখ নবনব।

পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্মের পণে
জিনি লয়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই কাঁটা বক্ষে আলিঙ্গিয়া?

ধৃতরাষ্ট্র

হায় প্রিয়ে,

ধর্মবশে একবার দিনু ফিরাইয়ে
দ্যুতবদ্ধ পাণ্ডবের হত রাজধন।
পরক্ষণে পিতৃশ্লেহ করিল গুঞ্জন
শতবার কর্ণে মোর—“কি করিলি ওরে!
এককালে ধর্মধর্ম দুই তরী পরে
পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন
নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপুত্রগণ